বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০২

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
বাংলাদেশ

www.berc.org.bd

আদেশ সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২	আবেদন প্রক্রিয়াকরণ	১-২
৩	গণশুনানি	২-৪
৪	কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা	৫-৮
৫	রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)	৮-৯
৬	কমিশনের আদেশ	১০
৭	কমিশনের নির্দেশনাবলী	১০-১১
পরিশিষ্ট - 'ক'	সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি	১২-১৩

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিইআরসি আদেশ # ২০১৫/০২

তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বিষয় ঃ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪(৬) অনুসারে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) কর্তৃক দাখিলকৃত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের প্রস্তাবসম্বলিত ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখের আবেদনের ওপর কমিশন আদেশ।

অনুচ্ছেদ-১ ঃ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর লাইসেন্সী পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের জন্য কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে পিজিসিবি উল্লেখ করেছে যে, ৩১ আগস্ট ১৯৯৯ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ ১৩২ কেভি ও ৩৩ কেভি লেভেলে সঞ্চালন ট্যারিফ যথাক্রমে ০.১৭৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. ও ০.১৭৯১ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করে। পরবর্তীতে ২৪ মার্চ ২০০৪ তারিখে উক্ত মূল্যহার ২৭.৯১% বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ০.২২৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. ও ০.২২৯১ টাকা/কি.ও.ঘ. এ পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পুনর্নির্ধারিত উক্ত সঞ্চালন মূল্যহার ০১ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়। বর্তমান বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্চালন মূল্যহার বৃদ্ধি না করা হলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে তাদের ৮১৮.৫৫ কোটি টাকা ক্ষতি হবে উল্লেখ করে উক্ত ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে পিজিসিবি ১৩২ কেভি লেভেলের মূল্যহার ৭০.৭৭% বৃদ্ধি করে ০.৩৮৭৩ টাকা/কি.ও.ঘ. ও ৩৩ কেভি লেভেলের মূল্যহার ৭০.০৬% বৃদ্ধি করে ০.৩৮৯৬ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রস্তাব করেছে। তাদের প্রস্তাবের যৌক্তিকতার সপক্ষে বিগত বছরে স্থায়ী সম্পদের উপর আয় হ্রাস, ঘোষিতব্য প্রে-স্কেল বাস্তবায়ন, নতুন নিয়োগকৃত/নিয়োগতব্য জনবলের বর্ধিত ব্যয়, সরকারের নিকট থেকে গৃহিত ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি বাবদ দেয় ডিএসএল প্রদানে ব্যর্থতা ও নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থ যোগান, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহ, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেছে।

অনুচ্ছেদ - ২ ঃ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পিজিসিবি এর ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী অন্বেষণ, বিচার-বিশ্লেষণ ও এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে। অনুসৃত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পিজিসিবি এর আবেদনটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গঠিত কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি কাজ শুরু করে। পিজিসিবি এর নিকট থেকে ঘাটতি কাগজপত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর কমিশন অনুসৃত নিয়ম অনুসারে আবেদনটি ১৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বিশেষ কমিশন সভায় আমলে নিয়ে ২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় এবিষয়ে কমিশন ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর অডিটোরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় ও স্থান ধার্য করে।

কমিশনের ওয়েবসাইট এবং কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় পিজিসিবি কর্তৃক দাখিলকৃত বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের প্রস্তাব বিষয়ে অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্মারক নং-বিইআরসি/ট্যারিফ/বিএসটি-০/৪০০৬, তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ এর মাধ্যমে গণশুনানির বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ধারিত গণশুনানিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত ১৫ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্তি ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেরা পর্বে অংশগ্রহণের জন্য কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)/বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)/নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পাটি (ন্যাপ), গণতন্ত্রী পার্টি, বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওনার্স এসোসিয়েশন ও কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি এবং বিবৃতি পর্বে অংশগ্রহণের জন্য এফবিসিসিআই, এমসিসিআই, ডিসিসিআই, বিজিএমইএ, বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস লিমিটেড (বিএসআরএম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন সম্মানিত অধ্যাপক, বাপবিবো, ওজোপাডিকো, ডেসকো, পেট্রোবাংলা, জিটিসিএল, ড. এম এম আকাশ, জনাব ড. এম নুরুল ইসলাম, ও জনাব মোঃ আলী আজিম কমিশনে নাম তালিকাভুক্ত করেন। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (সম্মিলিতভাবে) এবং ক্যাব শুনানি-পূর্ববর্তী লিখিত মতামত কমিশনে প্রেরণ করে।

অনুচ্ছেদ - ৩ ঃ গণশুনানি

২১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান এর সভাপতিত্বে টিসিবি এর অডিটোরিয়ামে পিজিসিবি এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ মাকসুদুল হক এবং জনাব রহমান মুরশেদ শুনানি পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। কমিশনের সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আইনের ধারা ১২(৪) মোতাবেক শুনানি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কোরাম পূর্ণ হয়।

শুনানির প্রারম্ভে সূচনা বক্তব্যে কমিশনের চেয়ারম্যান শুনানিতে উপস্থিত হওয়া ও অংশগ্রহণ করায় সকলকে কমিশনের পক্ষ হতে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে শুনানি অনুষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পালনীয় নিয়মাবলী সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করেন। শুনানির নিয়মাবলী সকলের অবগতির জন্য উল্লেখ করে অংশগ্রহণকারী সকলকে শুনানির সুন্দর পরিবেশ বজায় রাখতে সংযত বক্তব্য, শালীন ভাষা ব্যবহার, ব্যক্তিগত আক্রমণ পরিহার এবং বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেন। শুনানিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ অক্ষুন্ন রেখে আইন-কানুনকে প্রাধান্য দিয়ে যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন ও প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা অথবা প্রমাণাদি দিয়ে যুক্তি খণ্ডনের বিষয়ে প্রাধান্য দেয়ায় প্রতি সকলকে অনুরোধ করেন।

শুনানির নিয়ম অনুসারে কমিশনের চেয়ারম্যান বিদ্যুতের সঞ্চালন ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদনের যৌক্তিকতা শুনানিতে উপস্থাপনের জন্য পিজিসিবি-কে অনুরোধ জানান। শুনানিতে উপস্থিত পিজিসিবি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পক্ষে নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) জনাব মোহাম্মদ শফিউল্লাহ পিজিসিবি এর প্রস্তাবের পক্ষের স্পোকপারসন/সাক্ষীগণ-কে পরিচয় করিয়ে দেন। অত:পর তিনি গ্রাফ/চার্ট/ম্যাপ এর মাধ্যমে পিজিসিবি গঠন ও এর কার্যক্রম, সাম্প্রতিক প্রকল্পসমূহ, অর্থনৈতিক অবস্থা, আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী পরিসংখ্যান, এ্যাসেট বিবরণী,

লাভের অবস্থা, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, ইক্যুয়িটির অবস্থা, ডিভিডেন্ট পরিশোধ, ডেবট-ইক্যুয়িটি অনুপাত, রিটার্ণ অন নেট ফিক্সড এ্যাসেট এর বিবরণ উপস্থাপন করেন। পিজিসিবি তাদের সঞ্চালন ট্যারিফ পরিবর্তনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতার সপক্ষে মুনাফা ক্রমশ: হ্রাস পেয়ে লোকসানে উপনীত হওয়া, অলাভজনক প্রকল্প গ্রহণ করায় আর্থিক ক্ষতি, সরকার ও দাতা সংস্থার ঋণ ও সুদের বিশাল অংকের টাকা পরিশোধের ভার, নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্পে অর্থায়ন, গৃহিত ঋণের ডিএসএল পরিশোধের ভার, আয়কর প্রদান, শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান ও পিজিসিবি-কে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি একটি গতিশীল কাজে দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিজিসিবি-কে চালু রাখতে ১৩২ এবং ৩৩ কেভি লেভেলের বিদ্যমান সঞ্চালন মূল্যহার যথাক্রমে ৭০.৭৭% এবং ৭০.০৬% হারে বৃদ্ধির আবেদন করেন।

ক্যাব প্রতিনিধি ড. শামসুল আলম জেরার প্রারম্ভে বিউবো কর্তৃক পিজিসিবি-কে যে সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছে তার মূল্যমান সম্পর্কে পিজিসিবি ও বিউবো এর মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে তা উল্লেখ করেন। তিনি দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে কমিশনের কাছে তা পেশ করার প্রয়োজন ছিল বলে মন্তব্য করেন। কিভাবে ও কিসের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয় সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন রাখেন। তিনি সাম্প্রতিক গ্রীড বিপর্যয়ের কারণ কেন তদন্ত কমিটি বের করতে পারেনি তা জানতে চান। এছাড়া আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রিলে বিতরণ ব্যবস্থা কেন কার্যকর নয়, সকল প্ল্যান্টকে কেন এনএলডিসি এর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি, ব্লাক স্টার্ট প্ল্যান্টগুলো গ্রীড বিপর্যয়ের পর কেন উৎপাদনে আনা হয়নি, ব্যক্তি খাতের প্ল্যান্টগুলি কেন ডেড-বাসে আসতে রাজী হয়নি, বিদ্যুৎ প্রেরণের সকল পয়েন্টে ও গ্রহণের সকল পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা আছে কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা স্বল্প ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও সামঞ্জস্যহীনভাবে সঞ্চালন লাইন বাড়ানো হয়েছে। তিনি গুরুত্বপূর্ণ খাতটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ জনবল দ্বারা পরিচালনার প্রতি জোর দেন।

প্রস্তাবটির ওপর কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি শুনানিতে তাদের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। কমিটি বেতন ও অন্যান্য সুবিধা, অফিস ও অন্যান্য, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনিক খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের চেয়ে ৬% অধিক, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিয়োগকৃত জনবলের ব্যয় সমন্বয়, বিল্ডিং, প্ল্যান্ট ও মেশিনারীজ এর ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৩.৩৩% ও ৩.২০% হারে অবচয় হিসাবসহ ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে নতুন সংযোজিত সম্পদের ওপর সারা বছরের অবচয় বিবেচনা করে। কমিটি পিজিসিবি এর প্রস্তাবিত ঋণের সুদ এবং পরিশোধিত মূলধনের ওপর ১২% হারে নগদ লভ্যাংশ বিবেচনাসহ সকল খরচ অন্তর্ভুক্ত করে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে ১০,২১৮.৮০ মিলিয়ন টাকা। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের সকল আয় যোগ করে কমিটির নিরূপিত চলতি পরিচালন রাজস্ব ১০,০৭৬.০৯ মিলিয়ন টাকা। সার্বিক পর্যালোচনায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর সুপারিশকৃত রাজস্ব চাহিদা থেকে চলতি পরিচালনা রাজস্ব ১৪২.৭১ মিলিয়ন কম হওয়ায় পিজিসিবি-কে কস্ট প্লাস ভিত্তিতে পরিচালনার জন্য কমিটি সঞ্চালন ট্যারিফ (হুইলিং চার্জ) গড়ে ১.৫৩% বৃদ্ধির প্রস্তাব করে।

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির বিশ্লেষণের ওপর পিজিসিবি এর প্রতিনিধি জানান যে, পরিশোধিত মূলধনের ওপর রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি হিসাব করায় তাদের ট্যারিফ বৃদ্ধির হার মূল প্রস্তাবের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। পিজিসিবি এর মূল প্রস্তাবে নীট স্থায়ী সম্পদের ওপর ১০% হারে লভ্যাংশ বিবেচনা করার দাবী জানানো হয়েছে উল্লেখ করে পিজিসিবি এর পক্ষ থেকে যৌক্তিক হারে রেট অব রিটার্ণ বিবেচনা করার অনুরোধ জানানো হয়।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব জোনায়েদ সাকি তার বক্তব্যে বলেন যে, একটি গঠনমূলক শুনানি অনুষ্ঠানে সঠিকভাবে মন্তব্য প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় যেটি সময়ের স্বল্পতার কারণে করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে যুক্তিহীন কেবলমাত্র বক্তব্য প্রদান করায় শুনানির মূল উদ্দেশ্য পূরণ

হচ্ছে না। অন্যূন সাত দিন আগে মূল প্রস্তাবসহ কমিশনের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির ফাইন্ডিংস সকলকে প্রদান করলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়ে শুনানিতে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় মর্মে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য কমিশনকে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে ট্রান্সমিশন ট্যারিফ বৃদ্ধি করা হলে এর প্রভাব বিদ্যুতের খুচরা মূলহারে পড়বে যা অন্যান্য যাবতীয় জিনিস তথা বাড়ী ভাড়া এবং খাদ্য দ্রব্য, বস্ত্র ইত্যাদির দামকেও বাড়াবে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় গ্রীড খুবই স্পর্শকাতর জায়গা, এর ব্যর্থতায় কি প্রভাব হয় তার সাথে জনগণ ইতঃমধ্যে পরিচিত হয়েছে। সমগ্র বিষয়টিতে সিনক্রোনাইজেসন দরকার এবং ঐ সকল প্রকল্পই নেওয়া উচিৎ যা প্রকৃত গ্রীড পরিচালনায় দক্ষতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে। নতুন সম্প্রসারণ প্রকল্প নেয়ার সাথে প্রকৃত গ্রীড ব্যবস্থাপনায় এর প্রয়োজন আছে কি না দেখা দরকার কারণ অতিরিক্ত ব্যয়ভারের দায়িত্ব ভোক্তা জনসাধারণের ঘাড়েই আসে। তিনি বলেন অপরিহার্য না হলে বিদ্যুতের মূল্যহার বৃদ্ধি করা উচিৎ হবে না। তিনি ভুলনীতিই-দুর্নীতি বলে উল্লেখ করে স্থায়ী ও টেকসই ব্যবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ বলে মন্তব্য করেন।

বিবৃতি পর্বে এমসিসিআই এর পক্ষে জনাব আব্দুর রহমান গ্রীড ব্যস্থাপনা খুবই ক্রিটিক্যাল বিষয় মন্তব্য করে এর দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য পিজিসিবি-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে এতদ্‌বিষয়ে ড. শামসুল আলম উত্থাপিত বিষয়সমূহ বিবেচনার অনুরোধ করেন। তিনি সমস্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতি জোর দেন।

বাপবিবো এর প্রতিনিধি জনাব মুস্তফা কামাল bay বরাদ্দের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বিষয়টি সহজতর ও সুনির্দিষ্ট করার আহ্বান জানান। ডিপিডিসি এর জনাব আমিনুর রহমান একই ট্রান্সমিশন লাইনে বিউবো ও পিজিসিবি উভয় ২.৭৬% হারে ট্রান্সমিশন লস ধরছে ফলে দু'বার ট্রান্সমিশন লস ধরা হয়েছে যা সঠিক না মর্মে উল্লেখ করেন। বিএসআরএম এর প্রতিনিধি কত ভলিউম বিদ্যুৎ হুইলিং করা হয়েছে তার ওপর মূলত হুইলিং চার্জ নির্ভর করে বলে মন্তব্য করেন।

যানবাহনের প্রতিকূল অবস্থায় শুনানিতে এসে আলোচনায় অংশগ্রহণ করায় কমিশনের চেয়ারম্যান সকল অংশগ্রহণকারীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে আগামীতেও এ প্রয়াস বজায় রেখে কমিশনের এ উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করতে কমিশন সকলের একান্ত সহযোগিতা পাবে। সেসাথে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী এবং পিজিসিবিসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের লিখিত মতামত পরবর্তী ০২ (দুই) দিনের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের অনুরোধসহ সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুনানি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পিজিসিবি তাদের শুনানি-পরবর্তী মতামতে বিগত তিন বছরের গড় লভ্যাংশ অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধন, deposit for share এবং retained earnings এর ওপর ১৫% হারে ৪,৬০১.১২ মিলিয়ন টাকা রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি বিবেচনা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য নিয়োগকৃত জনবলের ব্যয়, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পে-স্কেল অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্যয় ১,৫২২.১৬ মিলিয়ন টাকা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯৬.২৩ মিলিয়ন টাকা, অবচয় খাতে প্রস্তাবিত ৪,৭২৪.৬৭ মিলিয়ন টাকা, সুদ আয় খাতে তাদের প্রাক্কলিত ৪০০.০০ মিলিয়ন টাকা বিবেচনার দাবী করেছে।

শুনানি-পরবর্তী মতামতে ক্যাব বিদ্যুৎ সঞ্চালনে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়নি উল্লেখ করে সঞ্চালন পর্যায়ের মূল্যহার পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার আবেদন জানিয়েছে। সেসাথে ক্যাব উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কোম্পানীর সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নসহ কতিপয় বিষয়ে আদেশ/নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করেছে।

অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ কমিশনের পর্যালোচনা ও বিবেচনা

৪.১ কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে বিলম্ব ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩৪(৬) এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফ প্রবিধানমালা মোতাবেক আগ্রহী পক্ষগণকে শুনানি দেওয়ার পর ট্যারিফ প্রস্তাবসহ সকল তথ্যাদি প্রাপ্তির ৯০ (নব্বই) কর্মদিবসের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানের নির্দেশনা আছে। তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের শুনানি-পরবর্তী মতামত এবং গণশুনানিতে উঠে আসা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাড়তি তথ্য ও মতামত প্রাপ্তিতে এবং প্রাপ্ত মতামত ও তথ্য বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রদানে কিছুটা বিলম্ব হয়, যা অনিবার্য ছিল বলে কমিশন মনে করে।

৪.২ পিজিসিবি-কে বিউবো কর্তৃক হস্তান্তরিত সম্পদের মূল্য ঃ

ক্যাব গণশুনানিতে জানিয়েছে যে, বিউবো কর্তৃক পিজিসিবি-কে যে সম্পত্তি প্রদান করা হয়েছে তার মূল্যমান সম্পর্কে পিজিসিবি ও বিউবো এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন বিধায় এ বিষয়ে পিজিসিবি এবং বিউবো-কে নির্দেশনা প্রদান করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে।

৪.৩ বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের সকল পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা ঃ

শুনানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট থেকে পিজিসিবি কর্তৃক গ্রীডে বিদ্যুৎ গ্রহণ এবং গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ/সঞ্চালনের সকল পয়েন্টে পিজিসিবি এর নিজস্ব মিটারিং ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। এ প্রেক্ষাপটে গ্রীডে বিদ্যুৎ গ্রহণ ও গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের সকল পয়েন্টে মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে পিজিসিবি-কে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি কমিশন বিবেচনায় নিচ্ছে।

৪.৪ আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রিলে ব্যবস্থা কার্যকর করা ঃ

আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রিলে কার্যকর না থাকার বিষয়ে শুনানিতে আলোচনা হয়েছে। এর সরাসরি কোন উত্তর পিজিসিবি প্রদান করেনি। এ ব্যবস্থা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বিধায় এ বিষয়ে পিজিসিবি-কে নির্দেশনা প্রদান করা অত্যাবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

৪.৫ ব্ল্যাক স্টার্ট ব্যবস্থা কার্যকর করা ঃ

ব্লাক স্টার্ট প্ল্যান্টগুলো গ্রীড বিপর্যয়ের পর কেন উৎপাদনে আনা যায়নি এবং ব্যক্তি খাতের প্ল্যান্টগুলি কেন ডেড-বাসে আসতে রাজী হয়নি সে বিষয়ে শুনানিতে ক্যাব প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.৬ বেসরকারি পাওয়ার প্ল্যান্টের সাথে সমন্বয় ঃ

শুনানিতে আলোচনায় উঠে এসেছে যে, এখনও এনএলডিসি এর সাথে সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পিজিসিবি-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে।

৪.৭ সঞ্চালিত বিদুতের পরিমাণ এবং সঞ্চালন লস ঃ

১৩২ কেভি এবং তদূর্ধ্ব লেভেলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ আমদানি/গ্রহণ এবং সঞ্চালনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮,০৭৫.৮২ এবং ৩৭,০০৩.৬৫ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. । সে মোতাবেক ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পিজিসিবি এর সঞ্চালন লস ছিল ২.৮২% । পিজিসিবি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৩২ কেভি বা তদূর্ধ্ব লেভেলে বিদ্যুৎ আমদানি/গ্রহণের পরিমাণ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের আমদানি/গ্রহণের চেয়ে ১০% অধিক অর্থাৎ ৪১,৯৯০.৬২ মিলিয়ন কি.ও.ঘ., সঞ্চালন লস ২.৭৬% এবং সে মোতাবেক সঞ্চালিত বিদুতের পরিমাণ প্রাক্কলন করেছে ৪০,৮৩২.৫৬ মিলিয়ন কি.ও.ঘ. যা গ্রহণযোগ্য বলে কমিশন মনে করে ।

৪.৮ অবচয় ঃ

কমিশনের দৃষ্টিতে এসেছে যে, পিজিসিবি বিল্ডিং এবং প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজ এর ওপর যথাক্রমে ৫% ও ৩.৫% হারে অবচয় ধার্য করেছে, যা অন্যান্য বিদ্যুৎ সংস্থা এবং কোম্পানীর ধার্যকৃত হার থেকে বেশী । বিউবো জেনারেশন খাতে প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজ (লাইন ও সাব-স্টেশন) এর ওপর ৩.২% অবচয় ধার্য করে থাকে । বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীভেদে অবচয়ের হার বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে ২.৫% থেকে সর্বোচ্চ ৩.৩৩% এবং প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজ (লাইন ও সাব-স্টেশন) এর ক্ষেত্রে ৩.২% থেকে ৩.৩৩% । সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে বিল্ডিং এবং প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজ এর ওপর ৩.৩৩% হারে অবচয় ধার্য গ্রহণযোগ্য বলে কমিশন মনে করে ।

৪.৯ রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি ঃ

পিজিসিবি তাদের আবেদনে নীট স্থায়ী সম্পদের ওপর ১০% হারে মোট ৪,২৯০.০৬ মিলিয়ন টাকা রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি দাবী করেছে । শুনানি-পরবর্তী মতামতে বিগত তিন বছরের গড় লভ্যাংশ অনুযায়ী পরিশোধিত মূলধন, deposit for share এবং retained earnings এর ওপর ১৫% হারে ৪,৬০১.১২ মিলিয়ন টাকা রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি দাবী করেছে । পিজিসিবি তাদের দাবীর সপক্ষে শুনানি এবং শুনানি-পরবর্তী মতামতে নিজস্ব তহবিল হতে প্রকল্পে অর্থায়নের বিষয়ে উল্লেখ করেছে । কমিশনের পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক পিজিসিবি-কে equity financing বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ২০,০৯৪.৮৯ মিলিয়ন টাকা যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে deposit for share হিসেবে উল্লেখ রয়েছে । সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় জাতীয় স্বার্থে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পিজিসিবি এর নিজস্ব বিনিয়োগ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের ইক্যুয়িটির অর্ধেক অংশের ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের ২ (দুই) বছর মেয়াদী সর্বশেষ ট্রেজারী বিলের হার মোতাবেক ৮.৫% হারে এবং পুঁজিবাজারে অফ-লোড (off-load) কৃত শেয়ার মূলধনের ওপর ১২% হারে রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে বিবেচনা করা যায় ।

৪.১০ জনবল ব্যয় ঃ

কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির পর্যালোচনায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জনবল খাতে যাচাই বর্ষের তুলনায় বাৎসরিক স্বাভাবিক বৃদ্ধি অর্থাৎ ৫% অধিক খরচ বিবেচনার বিপরীতে শুনানিতে এবং শুনানি-পরবর্তী মতামতে পিজিসিবি তাদের প্রস্তাবিত ব্যয় বিবেচনার দাবী জানিয়েছে । এর যুক্তি হিসেবে পিজিসিবি চলতি অর্থবছরে নতুন জনবল নিয়োগপ্রাপ্তদের বর্ধিত বেতন ও ভাতাদি এবং

নতুন পে-স্কেলের বিষয় উল্লেখ করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নতুন পে-স্কেল কার্যকর না হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে শুধুমাত্র নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত জনবলের বর্ধিত বেতন ভাতাদির কারণে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর জনবল ব্যয় স্বাভাবিক বৃদ্ধির তুলনায় কিছুটা বেশী বিবেচনা করার যৌক্তিকতা রয়েছে।

৪.১১ ডিএসএল পরিশোধ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন ঃ

বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের যৌক্তিকতা হিসেবে সরকারের নিকট থেকে গৃহিত ঋণের সুদ ও আসলের কিস্তি বাবদ দেয় ডিএসএল এবং নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থের যোগান/মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের বিষয়টি শুনানিতে পিজিসিবি এর পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল্যহার নির্ধারণে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতি (methodology) অনুসারে সংস্থা/কোম্পানীসমূহের দু'ধরনের উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থের কস্ট অব ক্যাপিটাল রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথমতঃ ইক্যুয়িটি এবং দ্বিতীয়তঃ ডেবট বা ঋণ। সংস্থা/কোম্পানী কর্তৃক গৃহিত ঋণের সুদ রিটার্ণ অন ডেবট হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় অন্যদিকে বিনিয়োজিত অর্থের মূল (principal) অংশ সম্পদের বিপরীতে চার্জকৃত অবচয় হিসেবে রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে পে-ব্যাক দেয়া হয়।

রেগুলেটরী দৃষ্টিকোণ থেকে অবচয়কে বিনিয়োজিত মূলধনের প্রত্যার্পণ (refund)/সম্পদ প্রতিস্থাপনের জন্য ফান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পদের বিপরীতে স্থির (constant) চার্জ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অবচয়ের মাধ্যমে পে-ব্যাককৃত অর্থের মধ্যে যেহেতু ঋণ নিয়ে সৃষ্ট সম্পদ এবং নিজস্ব অর্থায়নে সৃষ্ট সম্পদ উভয় উৎসের সম্পদের পে-ব্যাককৃত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে সেহেতু অবচয় বাবদ চার্জকৃত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং পুরাতন সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করা যেতে পারে বলে কমিশন মনে করে। তবে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ বা মূলধনজাতীয় ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে নতুন ঋণ গ্রহণ এবং/অথবা কিছু ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) দ্বারা অর্থায়ন করা যেতে পারে। সুতরাং বর্ণিত প্রেক্ষাপটে অবচয়খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ স্থানান্তর এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ডিএসএল এর মূল (principal) অংশ পরিশোধ ও সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করার নির্দেশনা প্রদানের যৌক্তিকতা রয়েছে মর্মে কমিশন মনে করে।

৪.১২ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

শুনানিতে বিদ্যুৎ ইউটিলিটিসমূহের কারিগরি নিরীক্ষা সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য ভোক্তাদের পক্ষ থেকে কমিশনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিষয়য়টি কমিশন খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করেছে। কমিশন দেখছে যে, বৈদ্যুতিক সঞ্চালন সিস্টেম যদি যুগোপযোগী ও দক্ষ না হয় তাহলে সঞ্চালন লস বাড়ে, সিস্টেমে ঘনঘন আউটেজ হয়, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে। এ বিষয়গুলো রোধ করে যুগোপযোগী ও দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল যন্ত্রপাতির দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ এবং সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে তা নিরসন তথা যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে অধিকতর নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ করার প্রয়োজন রয়েছে।

৪.১৩ ২৩০ কেভি লেভেলে সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণ ঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর আওতাধীন চট্টগ্রাম এলাকায় কয়েকটি শিল্পকারখানা ২৩০ কেভিতে গ্রাহক হওয়ার জন্য আবেদন করেছে বা ইতোমধ্যে বিউবো এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক পর্যায়ে বিউবো এর জন্য অতি-উচ্চচাপ সাধারণ ব্যবহার (২৩০ কেভি) এর খুচরা মূল্যহার নির্ধারণের লক্ষ্যে সঞ্চালন পর্যায়ে বিউবো এর জন্য ২৩০ কেভি লেভেলে মূল্যহার নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪.১৪ সামঞ্জস্যপূর্ণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ঃ

গণশুনানিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম সামঞ্জস্যপূর্ণ ও কারিগরি এবং আর্থিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই পিজিসিবি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যূনতম ব্যয় ভিত্তিক দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ওপর জোর দিবে। কমিশন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

৪.১৫ পিজিসিবি কর্তৃক সঞ্চালিত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ধারণ ঃ

বিদ্যুতের একক ক্রেতা হিসেবে বিউবো এর মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে পরিমাণ জেনারেশন পয়েন্ট থেকে স্টেপ-আপ হয়ে পিজিসিবি এর ১৩২ কেভি বা তদূর্ধ্ব লেভেলের সঞ্চালন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় সে পরিমাণ বিদ্যুৎ পিজিসিবি তার আমদানি হিসেবে বিবেচনা করে। উক্ত আমদানি থেকে পিজিসিবি এর সঞ্চালন লস বাদ দিয়ে গ্রীডের মাধ্যমে মোট সঞ্চালিত বিদ্যুতের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। বিউবো এবং পিজিসিবি থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিউবো এর মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৬% বিদ্যুৎ ৩৩ কেভি বা তার নিম্নতর লেভেলে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বিতরণ সিস্টেমে সরাসরি despatch হয়ে থাকে বিধায় পিজিসিবি এর সঞ্চালন সিস্টেমের মাধ্যমে তা সঞ্চালিত হয় না। পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ আমদানি/গ্রহণ এবং সঞ্চালিত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কমিশন বিবেচনায় নিয়েছে।

অনুচ্ছেদ - ৫ ঃ রাজস্ব চাহিদা (Revenue Requirement)

পিজিসিবি এর বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন, শুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, শুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপরিউক্ত পর্যালোচনা ও বিবেচনার ভিত্তিতে কমিশনের মূল্যায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের প্রাক্কলন এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নরূপ ধার্য করা হয়েছে ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ গ্রহণ ও সঞ্চালনের পরিমাণ এবং সঞ্চালন লস

ক্রমিক নং	বিবরণ	বিদ্যুৎ গ্রহণ এবং সঞ্চালন (মিলিয়ন ইউনিট)
(১)	বিদ্যুৎ গ্রহণ (মিলিয়ন ইউনিট)	৪১,৯৯০.৬২
(২)	সঞ্চালন লস (%)	২.৭৬%
(৩)	**বিদ্যুৎ সঞ্চালন (মিলিয়ন ইউনিট)**	**৪০,৮৩১.৬৮**

২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রাক্কলিত রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
(১)	বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি	১,৪০০.০০
(২)	প্রশাসনিক, অফিস ও অন্যান্য	১,১০০.০০
(৩)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩০০.০০
(৪)	অবচয়	৪,৬১০.৪৩
(৫)	ফাইন্যান্স চার্জ	২,৬৪৬.৪৭
(৬)	কর্পোরেট আয়কর	৫৫৯.৪০
(৭)	রিটার্ণ অন ইক্যুয়িটি	১,৪০৭.১৩
(৮)	**মোট রাজস্ব চাহিদা**	১২,০২৩.৪৩
(৯)	**ইউনিটপ্রতি সঞ্চালন ব্যয়**	**০.২৯৪৫**
	চলতি পরিচালন আয় ঃ	
(১০)	বিদ্যুৎ সঞ্চালন থেকে আয়	৯,৩৩৯.২৩
(১১)	অপটিকাল ফাইবার থেকে আয়	২০০.০০
(১২)	অন্যান্য আয়	৫০.০০
(১৩)	সুদ আয়	৪০০.০০
(১৪)	**মোট চলতি পরিচালন আয়**	**৯,৯৮৯.২৩**
(১৫)	বর্তমান সঞ্চালন মূল্যহারে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ	**২,০৩৪.২০**
(১৬)	ইউনিটপ্রতি বর্তমান গড় সঞ্চালন মুল্যহার	০.২২৮৭
(১৭)	ইউনিটপ্রতি অন্যান্য আয় (অপটিকাল ফাইবার, সুদ এবং অন্যান্য)	০.০১৫৯
(১৮)	**ইউনিটপ্রতি মোট চলতি পরিচালন আয়**	**০.২৪৪৬**
(১৯)	বর্তমান সঞ্চালন মূল্যহারে ইউনিটপ্রতি রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ	**০.০৫**
(২০)	ইউনিটপ্রতি প্রয়োজনীয় সঞ্চালন মূল্যহার	**০.২৭৮৭**
(২১)	গড় সঞ্চালন মুল্যহার বৃদ্ধির হার	**২১.৮৬%**

উপরের ছকে প্রদত্ত তথ্যাদি থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর মোট রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ ১২,০২৩.৪৩ মিলিয়ন টাকা। গড় সঞ্চালন ব্যয় ০.২৯৪৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। বর্তমান সঞ্চালন মূল্যহারে বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং অন্যান্য আয় আবদ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পিজিসিবি এর মোট চলতি পরিচালন রাজস্ব ৯,৯৮৯.২৩ মিলিয়ন টাকা বা ০.২৪৪৬ টাকা/কি.ও.ঘ.। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন থেকে আয় ০.২২৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ.এবং অন্যান্য আয় (অপটিকাল ফাইবার, সুদ এবং অন্যান্য) ০.০১৫৯ টাকা/কি.ও.ঘ.। বর্ণিত রাজস্ব চাহিদা এবং মোট চলতি পরিচালন আয় বিবেচনায় মোট রাজস্ব ঘাটতি দাঁড়ায় ২,০৩৪.২০ মিলিয়ন টাকা বা প্রায় ০.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ.। সে মোতাবেক পিজিসিবি এর বর্তমান গড় সঞ্চালন মূল্যহার ০.২২৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. থেকে ০.০৫ টাকা/কি.ও.ঘ. (২১.৮৬%) বৃদ্ধি করে ০.২৭৮৭ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণের প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ - ৬ ঃ কমিশনের আদেশ

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ প্রদান করছে যে-

(১) বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণে পিজিসিবি এর রাজস্ব চাহিদা ১২,০২৩.৪৩ মিলিয়ন টাকা নির্ধারণ করা হলো। সে অনুসারে ১৩২ কেভি লেভেলে পিজিসিবি এর বর্তমান বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) ০.২২৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. হতে ২২.০৫% বৃদ্ধি করে ০.২৭৬৮ টাকা/কি.ও.ঘ. এবং ৩৩ কেভি লেভেলে ০.২২৯১ টাকা/কি.ও.ঘ. হতে ২১.৮২% বৃদ্ধি করে ০.২৭৯১ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো।

(২) বিউবো এর বিতরণ অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে ২৩০ কেভি লেভেলে বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) ০.২৭৪৪ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করা হলো।

(৩) পিজিসিবি এর বিদ্যুতের পুনর্নির্ধারিত সঞ্চালন মূল্যহার বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। মূল্যহার পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি এ আদেশের অংশ হিসেবে পরিশিষ্ট-'ক' এ সংযুক্ত করা হলো। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি-এ সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর জন্য ৩৩ কেভি লেভেলে সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের পাশাপাশি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ১৩২ কেভি লেভেলে সঞ্চালন মূল্যহার প্রদর্শন করা হলো। তবে বিউবো এবং ডিপিডিসি ব্যতিত অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলের সঞ্চালন মূল্যহার কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

(৪) অর্থবছর শেষে পিজিসিবি তার উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করবে এবং এরূপ উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যবহারের প্রস্তাবসহ এর স্থিতি প্রতিবেদন অর্থবছর শেষে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে পিজিসিবি এর উদ্বৃত্ত রাজস্ব (নীট মুনাফা) ব্যয় করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ কমিশনের নির্দেশনাবলী

(১) বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর ধারা ৩২ মোতাবেক কমিশনের পূর্বসম্মতি ব্যতিত পিজিসিবি, ক্রয় বা অন্য কোনভাবে আন্ডারটেকিং অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের কোন স্থাপনা বা অংশবিশেষ অর্জন করিবে না এবং তার কোন আন্ডারটেকিং বা উহার কোন অংশ বিক্রয়, বন্ধক, লীজ, বিনিময় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিবে না।

(২) পিজিসিবি আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে বিউবো এর নিকট থেকে প্রাপ্ত সকল সম্পদের হস্তান্তরিত মূল্য চূড়ান্ত করবে এবং কমিশনকে অবহিত করবে।

(৩) পিজিসিবি আগামী ১(এক) বছরের মধ্যে–

(ক) আন্ডার ফ্রিকোয়েন্সি রিলে ব্যবস্থা কার্যকর করবে।

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট থেকে পিজিসিবি কর্তৃক গ্রীডে বিদ্যুৎ গ্রহণ এবং গ্রীড থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ/সঞ্চালনের সকল পয়েন্টে মিটার স্থাপন করবে।

(গ) গ্রীড কোড এর নির্দেশনা মোতাবেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ব্ল্যাক স্টার্ট সুবিধা স্থাপন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং

(ঘ) সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্টকে এনএলডিসি এর সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পিজিসিবি কর্তৃক গৃহিত কর্মপরিকল্পনা এবং উহা বাস্তবায়নের সময়সীমা আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।

(৪) পিজিসিবি তার আওতাধীন সকল বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্রসহ বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় যন্ত্রপাতির কারিগরি দুর্বলতা/ত্রুটিচিহ্নিত করতঃ সেগুলো নিরসনে যথাযথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিশনকে অবহিত করবে।

(৫) পিজিসিবি প্রতিবছর তার আওতাধীন সঞ্চালন সিস্টেমের এনার্জি অডিট সম্পন্ন করতঃ কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপারিশ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কমিশনকে অবহিত করবে।

(৬) পিজিসিবি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ন্যূনতম ব্যয় ভিত্তিক দক্ষ বিদ্যুৎ সঞ্চালন সিস্টেম গড়ে তুলবে। পিজিসিবি এ লক্ষ্যে বিউবোসহ অন্যান্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিসসমূহের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবে এবং এ বিষয়ে গৃহিত ব্যবস্থা ষান্মাসিক ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবে।

(৭) পিজিসিবি তার সকল স্থাপনায় (অফিস, আবাসিক কোয়ার্টার, স্কুল, রেস্ট হাউজ, ইত্যাদি) ব্যবহৃত বিদ্যুতের বিল যথাযথ শ্রেণির মূল্যহার অনুযায়ী যথাসময়ে পরিশোধ/আদায় করবে।

(৮) সকল পর্যায়ে ব্যয়-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এতদ্বিষয়ে পিজিসিবি কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থা, অর্জিত/অর্জিতব্য সুফলসহ আগামী ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ এর মধ্যে কমিশনকে অবহিত করতে হবে।

(৯) অবচয়খাতে সংগৃহিত সম্পূর্ণ অর্থ পৃথক ফান্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে এবং উক্ত অর্থ অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণের মূল (principal) অংশ পরিশোধ এবং সম্পদ প্রতিস্থাপনে ব্যয় করতে হবে। এতদ্বিষয়ে অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(১০) পিজিসিবি এর কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমাকৃত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার জন্য দেয় জিপিএফ, সিপিএফ, গ্র্যাচুয়িটি এবং পেনশন খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ খাতভিত্তিক পৃথক ফাণ্ড/ব্যাংক হিসাব এ জমা/স্থানান্তর করতে হবে। জমাকৃত অর্থের বিপরীতে প্রাপ্ত সুদও এ ফান্ডের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

(১১) পিজিসিবি অতি-সত্বর কমিশন কর্তৃক প্রণীত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি (Uniform System of Accounts) বাস্তবায়ন করবে এবং এতে বর্ণিত নির্দেশনাবলী অনুসরণপূর্বক প্রতিবছর হিসাবরক্ষণ নিশ্চিত করবে।

(১২) পিজিসিবি তার মালিকানাধীন সকল সম্পদের একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্সড অ্যাসেট (fixed asset) রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে এবং অর্থবছর শেষে হালনাগাদ অবস্থা ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশনে দাখিল করবে। উক্ত ফিক্সড অ্যাসেট রেজিষ্টারে সম্পদের বিবরণ, অবস্থান, সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তির তারিখ, কস্ট, সংযোজন, ব্যবহার্য আয়ুষ্কাল, অবচয়ের হার, অবচয়ের পরিমাণ, রিটায়ারমেন্ট, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মোঃ মাকসুদুল হক)
সদস্য

(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সদস্য

(ড. সেলিম মাহমুদ)
সদস্য

(এ আর খান)
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা) ১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

গণবিজ্ঞপ্তি

নং ঃ বিইআরসি/ট্যারিফ/সঞ্চালন-০২/পিজিসিবি/৩০৫৮ তারিখ ঃ ২৭ আগস্ট ২০১৫

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) ও ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) কর্তৃক বিভিন্ন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড-বাপবিবো (তার আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-পবিসসমূহ) কে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) বিল মাস সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে নিম্নোক্তভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সংস্থাসমূহ	অনুমোদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩	৪
(১)	শ্রেণি : জি-১	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ০.২৭৬৮ ০.২৭৯১
(২)	শ্রেণি : আই-১	বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)/পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ০.২৭৬৮ ০.২৭৯১
(৩)	শ্রেণি : আই-২	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ০.২৭৬৮ ০.২৭৯১
(৪)	শ্রেণি : আই-৩	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) (ক) ১৩২ কেভি (খ) ৩৩ কেভি	 ০.২৭৬৮ ০.২৭৯১

ক্রমিক নং	গ্রাহকশ্রেণি	সংস্থাসমূহ	অনুমোদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার টাকা/কি.ও.ঘ.
১	২	৩	৪
(৫)	শ্রেণি : আই-৪	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিতরণ অঞ্চলসমূহ (ক) ২৩০ কেভি (খ) ১৩২ কেভি (গ) ৩৩ কেভি	 ০.২৭৪৪ ০.২৭৬৮ ০.২৭৯১

২। সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর জন্য ৩৩ কেভি লেভেলে সঞ্চালন মূল্যহার নির্ধারণের পাশাপাশি পূর্বের ধারাবাহিকতায় ১৩২ কেভি লেভেলে সঞ্চালন মূল্যহার প্রদর্শন করা হলো। তবে বিউবো এবং ডিপিডিসি ব্যতিত অন্যান্য বিতরণ সংস্থা/কোম্পানী/পবিস এর ক্ষেত্রে ১৩২ কেভি লেভেলের সঞ্চালন মূল্যহার কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কার্যকর হবে।

৩। বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য বিদ্যমান শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

৪। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকবে।

(রহমান মুরশেদ) 29/08/2015
সদস্য

(মোঃ মাকসুদুল হক) 29/8/2015
সদস্য

(প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন) 29/8/2015
সদস্য

(ড. সেলিম মাহমুদ) 29/8/2015
সদস্য

(এ আর খান) 29/8/15
চেয়ারম্যান